সিডনিতে পারিবারিক বর্ষবরণ

আতিক রহমান

আজ এসেছে নূতন বছর
মাথায় মুকুট পড়ে-
আমার দেশের শীতল পাটিতে
বসতে দেবো ঘরে ।

উপরের পঙতি ক'টি সিডনি'র প্রথিতযশা ছড়াকার ও কবি হায়াত মাহমুদের লেখা "নূতন বছর"; প্রকাশিত হয়েছিল সিডনিবাসী ডট কমে গেলো বছর। একজন মানুষ মনে প্রাণে যে কতটা বাঙ্গালী হতে পারে কবি হায়াত মাহমুদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রবাসে বসে শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে ছড়া-কবিতা লেখেন; ছাপান বিভিন্ন মিডিয়াতে। ইতিমধ্যে বেশ ক'টি ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে সিডনি প্রবাসী হায়াত মাহমুদের।

এবছর ১লা বৈশাখ ১৪২০ উদযাপন উপলক্ষে পান্তা ইলিশের বিশাল এক আয়োজন করেছিলেন হায়াত মাহমুদ।

ইস্টার্ন সাবার্বের অনেকগুলো বাঙ্গালী পরিবারসহ দূর দূরান্ত থেকে দুই বাংলার বেশ কিছু বাঙ্গালী পরিবার জড়ো হয়েছিল গত ১৪ই এপ্রিল ২০১৩ সাজ সকালে তাঁর কোগ্রাস্থ বাসভবনে। সপরিবারে উপস্থিত ছিলাম আমরাও। দিনভর চলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। স্বজন দিয়ে বিশাল এক মাছ ধরিয়েছেন আগের রাতে ঠিক দেশীয় কায়দায় ঠিক যেমনটি দেখেছি বাংলাদেশে আমাদের ছেলে বেলায়।

পান্তা ইলিশ আরো হরেক রকমের খাবার। ভর্তা, ভাজি, মাছ, মাংসসহ গুনে গুনে তেত্রিশ রকমের খাবার। এ যেন খাবারের এক পসরা। তারপর মিষ্টি- মিঠাই, চিড়া-গুড়, খৈ, মুড়ি- মুড়কি, দুধ- দই আরও কতকি। তার সাথে আরও ছিল নানান রকমের ঘরে বানান পিঠা- ক্ষিরপুয়া, পাটিসাপটা, তারপর রসগোল্লা, ছানার সন্দেশ, লাড়ু আরও কতকি।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিলো আফরোজা হায়াতের পরিবেশনা। দেশ থেকে আনিয়েছেন মাটির হাড়ি-কুড়ি, কলাপাতার প্লেটে খাবার পরিবেশন ছিলো এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণ। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূর্ছনা আর সিডনী'র ভোর বেলায় প্রাক-শীতের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজে বাঙ্গালীর বর্ষবরণ এক কথায় অপূর্ব এক সংযোজনা।

অনেক দিন পর প্রবাসে বসে পুরোপুরি বাঙ্গালীয়ানার স্বাদ নিয়ে একটি বাংলা নববর্ষ উদযাপন করার সুযোগ পেলাম কবি ও ছড়াকার হায়াত মাহমুদের প্রাণ জুড়ানো আতিথেয়তায়।